বাংলাদেশ দূতাবাস, মাদ্রিদ
Embassy of Bangladesh
Embajada de Bangladesh
Madrid

নং-১৯.০১.৩৪০১.২০০.৩৩.০০৪.২১

১০ জানুয়ারি ২০২৩

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উদযাপন

মাদ্রিদ, ১০ জানুয়ারি ২০২৩ ঃ মাদ্রিদস্থ বাংলাদেশ দূতাবাস ১০ জানুয়ারি ২০২৩ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপন করে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসের কর্মসূচীর মধ্যে অন্যতম ছিল আলোচনা সভা, বাণী পাঠ ও মোনাজাত। সকাল ১১:৩০ ঘটিকায় দূতাবাস মিলনায়তনে পবিত্র কোরআন থেকে তিলওয়াতের মাধ্যমে আলোচনা সভা শুরু হয়। আলোচনা সভায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী পাঠ করে শোনানো হয়।

আলোচনা সভায় রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ সারওয়ার মাহমুদ, এনডিসি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসের গুরুত্ব ও তাৎপর্যের উপর বক্তব্য উপস্থাপন করেন। শুরুতেই তিনি স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী বীর শহিদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি উল্লেখ করেন দীর্ঘ ৯ মাস ১৪ দিন পাকিস্তানের কারাগারে বন্দিজীবন শেষে ১৯৭২ সালের এই দিনে জাতির পিতা স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এ দিনটি বাঙ্গালী জাতির জীবনে আনন্দের ও গর্বের। বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ডাক দিলে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে তাঁকে গ্রেফতার করে পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি করে রাখে। বঙ্গবন্ধুর অনুপস্থিতিতে তঁকে নেতৃত্বের আসনে রেখেই মুক্তিযুদ্ধ চলতে থাকে। ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি সদ্যস্বাধীন দেশের মাটিতে পা রেখেই বঙ্গবন্ধু আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। রেসকোর্স ময়দানে লাখো জনতার উদ্দেশ্যে বঙ্গবন্ধু বলেন, "আমার জীবনের সাধ আজ পূর্ণ হয়েছে। আমার সোনার বাংলা আজ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র" । তিনি আরো বলেন বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ আজ অভিন্ন সত্তায় পরিণত হয়েছে। বঙ্গবন্ধু আমাদের সবার অনুপ্রেরণার উৎস। বঙ্গবন্ধুর আজীবন লালিত স্বপ্ন ছিল ক্ষুধা ও দারিদ্র মুক্ত সোনার বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করা। জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করতে বর্তমান সরকার নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাঁর ঘোষিত ও নেতৃত্বে রূপকল্প ২০২১ সফলভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে বাংলাদেশ আজ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মানের লক্ষ্যে সরকার রূপকল্প ২০৪১ এবং ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ গ্রহণ করেছে। ইতোমধ্যে জনসাধারনের ব্যবহারের জন্য খুলে দেয়া হয়েছে স্বপ্নের পদ্মা সেতু ও উন্নত প্রযুক্তির মেট্রোরেল রেল, যা দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থাসহ সামগ্রিক অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে। বাংলাদেশ নানা চড়াই উৎরাই অতিক্রম করে দৃঢ় প্রত্যয়ে অভিষ্ট লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ আজ বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

আলোচনা সভায় স্পেন প্রবাসী বিভিন্ন সামাজিক-রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি, সাংবাদিক প্রতিনিধি ও দূতাবাসের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা সভা শেষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, জাতীয় চার নেতা, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সকল শহীদের রূহের মাগফিরাত এবং দেশ ও জাতির উন্নতি ও সমৃদ্ধি কামনায় মোনাজাত করা হয়। সভা শেষে উপস্থিত অতিথিবৃন্দকে চা-চক্রে আপ্যায়ন করা হয়।

---- ---- ----

১০/১/২০২৩

EMBASSY OF BANGLADESH MADRID, SPAIN

Calle Manuel Marañón 13, 28043, Madrid, Tel:(+34) 914019932,914023085, Fax:(+34) 914029564, E-mail: bdembm01@gmail.com, www.bangladeshembassy.es